বিমূর্ত যাপন

সুরাইয়া হেনা

১০৪

বিমূর্ত যাপন

সুরাইয়া হেনা

© সুরাইয়া হেনা

প্রথম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

প্রচ্ছদ: পরাগ ওয়াহিদ

সম্পাদনা: তাহমিদ রহমান

সতীর্থ প্রকাশনা'র পক্ষে ১০/ক, জেলা পরিষদ মার্কেট,
মনিবাজার, রাজশাহী; যোগাযোগ: ০১৭৩৭৭২৪১৭০ থেকে
মো. তাহমিদুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং
রংধনু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, সুলতানাবাদ,
নিউ মার্কেট, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত;

বাংলাবাজার শাখা:
দোকান নং – ১১৭, গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য: দুইশত টাকা মাত্র

Price: 200TK | INR: 180 | USD: 6

Bimurto Japon by **Suriaya Hena**
Published by **Md. Tahmidur Rahman**, **Satirtho Prokashona**,
10/ka, Zila Porishod Market, Monibazar, Rajshahi
1st **Published**: February, 202৫
ISBN: 978-984-99735-4-6

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

উ ৎ স র্গ

ম্যাপল গাছের নিচে,
ঝরা হলদে পাতার উপর পা রেখে
সানন্দে নেচে বেড়ায় এক মেয়ে;
মেয়েটাকে মনে পড়লে
অদ্ভুত সুন্দর এই চিত্র ভেসে ওঠে চোখে;
আমার মতন মেয়েটারও ফুলের নামে নাম–
বন্ধু, **হাসনাহেনা বৃষ্টি**–কে;

কৃতজ্ঞতাপত্র

পাঁচ বছরের লম্বা বিরতি শেষে গত বছর আমার ৩য় বই প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকের ভালোলাগা জানতে পারি। অনেকেই বইটির প্রতি, আমার লেখা ও আঁকার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন–যা নিয়মিত লেখার জন্য আগের চেয়েও অনেক বেশি আগ্রহ বাড়িয়েছে। এই বইটির ক্ষেত্রে আলস্য জায়গা পায়নি তাই। তবে অফিস, পড়াশোনা সব মিলিয়ে সহজ হয়নি কাজটি।

এমন কর্মব্যস্ত, যান্ত্রিকতার কঠিন মুহূর্তে নতুন এক বন্ধু পাওয়া ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল এবার। পেশাগত জায়গা থেকে সম্পর্কে সহকর্মী, বয়সে বড়–বন্ধু আসিফ উজ জামান। আমার জীবনের নানা জটিলতা শিথিল করতে দায়িত্ব পালন করেছেন বড় করেই। একইসাথে কৃতজ্ঞতা তার সহধর্মিণী ফারিয়া মাহাজাবিনের প্রতি।

আমার লেখালেখিতে বরাবর অসম্ভব মনোযোগ জোগায় আমার ভাই দু'জন, মুন্না ও জয়। বরাবরের মতো এবারও ওদের সাহায্য, মতামত ও যৌক্তিক সমালোচনা শেষে বইটি আলোর মুখ দেখেছে। আরো একজন বিশেষ মানুষকে ধন্যবাদ না জানালেই নয়। মেয়েটার নাম সুমাইয়া সুলতানা শ্রবণা, আমার জন্য ছোট্ট শ্রবু। নিজের সন্তান হলে তার প্রতি কেমন ভালোবাসা হবে তা যদিও জানা নেই! তবে এখনও অবধি এই মেয়েটাকে নিজের সন্তানতুল্য স্নেহের মনে হয়। আমার জীবনে, আমার লেখালেখির জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ধরে রেখেছে এই ছোট্ট মেয়েটা।

'বিমূর্ত যাপন' গুছিয়ে উঠবার পুরোটা সময়ে এই মানুষেরা পাশে ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি তারা ছিলেন বলেই এই পথচলা অনেকটা মসৃণ হয়েছে।

কবির কথা-শিল্পীর কথা

কখনও অনুভূতিকে শব্দে দেখতে পাই, লিখে ফেলি। কখনও অনুভূতিকে ছবিতে দেখতে পাই, এঁকে ফেলি। মনে হয়েছিল, একই অনুভূতি দুটো আলাদা মাধ্যমে এক করলে কেমন হয়? পাশাপাশি, আয়নার মতন। একই অনুভূতির প্রতিচ্ছবি, তবে ভিন্ন চেহারায়!

সেই ভাবনা থেকেই সাহস করে কবিতায় গল্প বলা। একই গল্প বলা চিত্রে, কলমের দাগাদাগিতে। এমন একটা ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি প্রকাশক তাহমিদ ভাই। বরং বেশ আগ্রহেই গ্রহণ করেছিলেন। উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার উৎসাহ ও তাগাদাতেই ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল–পার্থিব জঞ্জাল। পাঠক সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, দু'হাতে গ্রহণ করেছিলেন তাদের পাঠ্য জগতে। উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছিলেন আমার কবিতার-ছবিতার জঞ্জালকে। সে ভালোবাসায় সাহস করে নিজের 'বিমূর্ত যাপন' উন্মুক্ত করা। আগেরবারের চেয়ে আরও যত্নে, আরো গুছিয়ে। আশা করি পাঠক তা আলাদা করতে পারবেন। আশা করি এবারও ভালোবাসা কুড়াবে বইটি। পাঠক, সতীর্থ প্রকাশনা ও তাহমিদ ভাইয়ের প্রতি অসীম ভালোবাসা রইলো।

আমার এই বিমূর্ত যাপন, শাব্দিক বিদ্রোহ ও অঙ্কিত কথামালায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এই মলাটবদ্ধ শব্দেরা, এই পাতা জুড়ে লেপ্টে থাকা কলমের আঁকিবুঁকি আপনাদের কতটুকু ছুঁতে পারে এবার সেটিই দেখবার পালা।

সুরাইয়া হেনা
গুলশান, ঢাকা।

বিমূর্ত যাপন

If a poem hasn't ripped apart your soul,
you haven't experienced poetry.

- Edgar allan Poe

দূরত্ব

মহাসাগরের মতন বিস্তীর্ণ সে,
আমি ভুল দ্বীপে আটকানো
বোতলবন্দি চিরকুট

অন্তরঙ্গতা

এমন একাত্মতায় চাইয়াও তারে পাইলাম না!
আলাপে হাসির রোল উঠল মজলিসে,
বোকার দল জানে না-
শব্দেও যারে ছুঁইতে পারা যায়,
ওমন অন্তরঙ্গতা আর কিসে!

অ-হিসেব

মন্ত্রে ধুলো জমে স্মৃতিতে
ঘোলা হয় পুরাতন প্রার্থনা-প্রেম,
ভুলে যাই জমা-ব্যয় গণনা
কে কার গল্পে ঠিক কতটা ছিলেম!

ক্ষত-৩

রোগাক্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়,
অস্বাস্থ্যকর অবিশ্বাস সেবনে
মুমূর্ষুতা জেঁকে ধরেছে!
অনিরাময়যোগ্য যন্ত্রণা ওতে,
ও হৃদয় বয়ে নেয়া শরীর জানালো-
বিরহের মতন গভীর কোনো ক্ষত নেই।